"বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন"

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ফরিদপুর,পাবনা।

উপদেষ্টাঃ
কায়সার মোঃ রহুল আমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার
ফরিদপুর, পাবনা।

সম্পাদনাঃ
মোঃ আব্দুল হালিম
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ফরিদপুর, পাবনা।

প্রকাশকালঃ
অক্টোবর-২০২২ খ্রিঃ

প্রকাশনায়ঃ
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ফরিদপুর, পাবনা।

মুদ্রন, ডিজাইন ও বাইন্ডিং
কায়সার মোঃ রুহুল আমিন
উপজেলা সমবায় অফিসার
ফরিদুর, পাবনা।
মোবাইলঃ ০১৭১৭-০০৩০২১
ই-মেইল-uco_faridpur@yahoo.com

কপিরাইটঃ
সংরক্ষিত
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা।

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে,আশ্রয় পাব,শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকরী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।”

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

" এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি,বাংলাদেশে কোন দারিদ্র থাকবে না।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফরিদপুর,পাবনা।

বাণী

উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর, পাবনা এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৯০৪ সাল থেকে এই উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসাবে সংবিধানে সন্নিবেশীত করেন।

সমবায় সমিতির মূল কাজ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রীভূত করে পুঁজি গঠন,লাভজনক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। এরাই ধারাবাহিকতায় উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর,পাবনা এর তত্বাবধানে বর্তমানে অত্র উপজেলায় ২৬৮ টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আইন ও বিধির আলোকে কাজ করা যাচ্ছে।

জাতীর পিতার সমবায় ভানার আলোকে “বঙ্গবন্ধুর দর্শন,সমবায়ে উন্নয়ন” শ্লোগানটি ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মানীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ গোলাম হোসেন

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফরিদপুর,পাবনা।

বাণী

একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন ফরিদপুর উপজেলা সমবায় বিভাগ অত্র উপজেলার দারিদ্র বিমোচন,আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত ভাবে পিছিয়ে পড়া নারী,পরুষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী,মৎস্যজীবি,কৃষকসহ বিভিন্ন জনগোষ্টি নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুজি গঠনে সহায়তার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের প্রতিটি দপ্তর প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষীতে প্রথমবারের মতো উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর,পাবনা এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে অত্র উপজেলার সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের পরিধি হিসাবে সমবায় সমিতি গুলোর সংখ্যা,ব্যক্তি সদস্য,শেয়ার মূলধন,সঞ্চয় আমানত,দুগ্ধ উৎপাদন ,মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহের তথ্যসহ সমবায় দপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সমবায়ী জনগনের সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশীত হয়েছে।

প্রকাশনাটি উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর,পাবনা এর কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং উক্ত দপ্তরের সেবা প্রদান বিষয়ে সাধারন জনগন ও সমবায়ীগন উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোসাঃ জেসমীন আরা

জেলা সমবায় অফিসার
পাবনা।

বাণী

"বঙ্গবন্ধু দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন" এই প্রতি পাদ্যকে সামনে রেখে সমবায় বিভাগ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে দেশের,কৃষি পন্য উৎপাদনসহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের এবং মৎস্য,দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবদান রেখে চলছে। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

পাবনা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলার নাম ফরিদপুর। এই উপজেলার কৃষি,মৎস্য ও দুগ্ধ উৎপাদনে সুখ্যাতি থাকার কারনে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক সমবায় সমিতি। ফরিদপুর উপজেলা সমবায় দপ্তর এখানে গড়ে উঠা সমবায় সংগঠন গুলোকে নিয়ে কৃষি ও প্রানীজ আমিষ উৎপাদন,সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্তপূর্ন অবদান রাখছে।

উপজেলা সমবায় দপ্তর,ফরিদপুর,পাবনা প্রথম বারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যান্ত আনন্দিত। প্রতিবেদটিতে অত্র উপজেলার সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের পরিধি হিসাবে সমবায় সমিতি গুলোর সার্বিক কর্মকান্ড ও সমবায়ী জনগণের সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশীত হয়েছে।

প্রকাশনাটি উপজেলা সমবায় দপ্তর,ফরিদপুর,পাবনা'র সকল কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং উক্ত দপ্তরের সেবা প্রত্যাশী সাধারন জনগন ও সমবায়ীগন উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিবেদ প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

সোলাইমান বেগ

উপজেলা সমবায় অফিসার
ফরিদপুর,পাবনা।

মুখবন্ধ

উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর,পাবনা এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতি সমূহ অত্র উপজেলার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দির্ঘদিন যাবৎ প্রসংসনীয় ভুমিকা পালন করে আসছে। উপজেলার বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক জনগোষ্টির মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয়কে একত্রীভুত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। অত্র উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নাই।

অত্র দপ্তরের জনগনের জন্য সেবার তথ্য সমবায় সমূহের সার্বিক কার্যক্রম, সমবায় সমিতির উৎপাদন,নারী সমবায়ীদের কর্মকান্ড তুলে ধরার জন্য প্রথম বারের মতো উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর,পাবানা ২০২১-২০২২ খ্রিঃ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

প্রতিবেদনটি সেবা গ্রহিতা জনগণ,সমবায়ী,গবেষক,সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বর্গ স্থানীয় সাংবাদিকসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ খ্রিঃ সালের প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পদনার জন্য অত্র উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর ,পাবনা'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে, আন্তরিক অভিন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

অনিচ্ছাকৃত ও মুদ্রন জনিত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

কায়সার মোঃ রুহুল আমিন

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
০১	প্রারম্ভিকঃ		
০২	জনবল কাঠামোঃ		
০৩	সিটিজেন চার্টারঃ		
০৪	সমবায় সমিতির তথ্যঃ		
		কেন্দ্রিয় বিভাগীয়	
		কেন্দ্রিয় পউবো	
		সাধারণ বিভাগীয়	
		সাধারণ পউবো	
		কাল্‌ব্‌ ভুক্ত	
		প্রকল্পবুক্ত	
০৫	রাজস্বঃ		

		নিরীক্ষা ফি ও ভ্যাট	
		সিডিএফ(সমবায় উন্নয়ন তহবিল)	
০৬	লভ্যাংশ বিতরণঃ		
০৭	প্রশিক্ষণঃ		
		প্রাতিষ্ঠানিক	
		ভ্রাম্যমান	
০৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন(এপিএ) অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ		
		বার্ষিক প্রতিবেদন	
		বার্ষিক মূল্যায়ন	
০৯	দুগ্ধ সমবায় সমিতির সচিত্র প্রতিবেদনঃ		
১০	মডেল সমিতির প্রতিবেদনঃ		
১১	৫০ তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিবেদনঃ		

প্রারম্ভিক

পাবনা জেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী জেলা। এই জেলায় ৯(নয়) টি উপজেলা রয়েছে, এর মধ্যে ফরিদপুর উপজেলা অন্যতম। ফরিদপুর চলনবিল বিধৌত একটি জনপদ। ফরিদপুর উপজেলা ০৬টি ইউনিয়ন (ফরিদপুর, বনওয়ারীনগর, হাদল, ডেমরা, পুঙ্গলী ও বিএল বাড়ী) ও ০১টি পৌরসভা (ফরিদপুর পৌরসভা) নিয়ে গঠিত। মূলত বড়াল, গোহালা, গুমানী ও চিকনাই নদী এবং কেনাই পাথর বিল বেষ্টিত এই ভূ-ভাগ চলনবিল সন্নিহিত হওয়ায় প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তেমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। "ফরিদপুর" নামটি নিয়ে প্রাচীন লোক প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, তৎকালী জমিদারি আমলে হিন্দু জমিদার রাজর্ষি রায় বাহাদুর বনমালী এই জনপদের নামকরণ করেন বনওয়ারী নগর । জমিদারগন দীর্ঘ দিন জমিদারি পরিচালনা কালীন এখানে বড়াল নদীর উত্তর তীরে

শেখ শাহ্ সুফী ফরিদ উদ্দিন শাহ ধর্ম প্রচার করার সময় এই জনপদের জনগনের নিকট এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর নাম অনুসারে ফরিদপুর নাম করণ করা হয়।

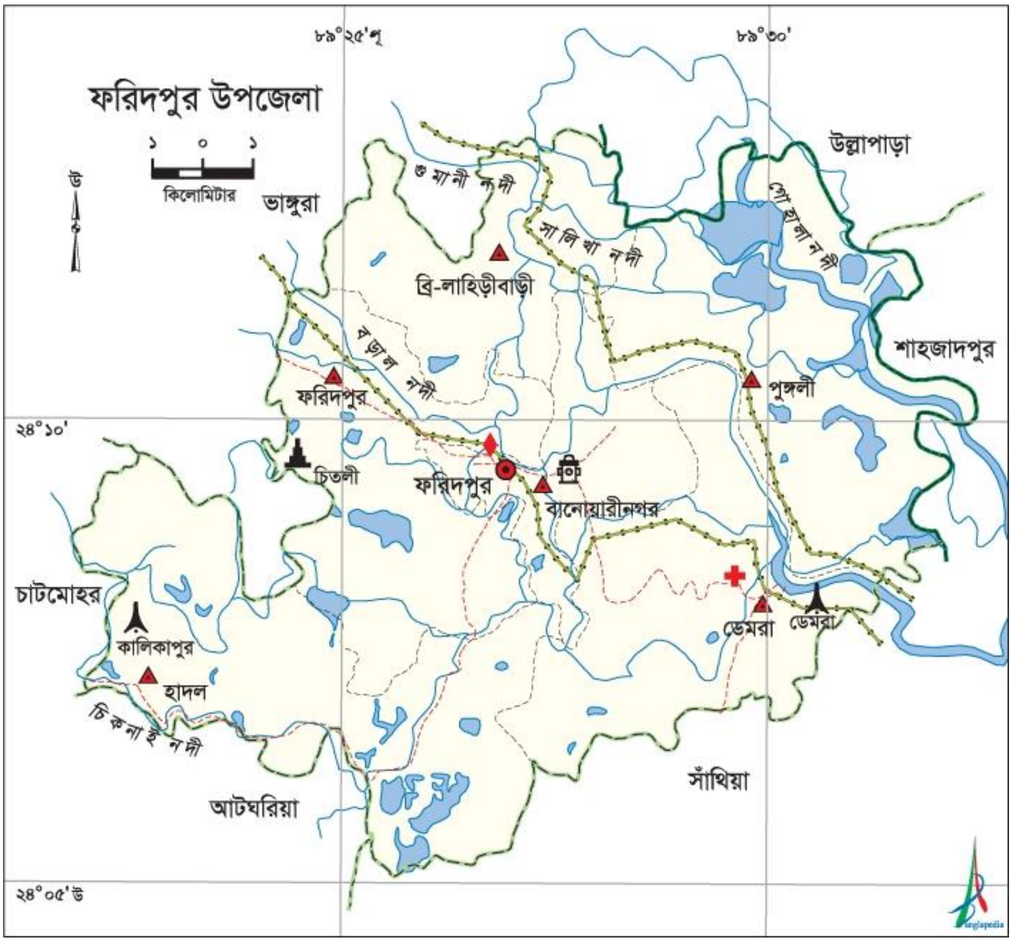

<u>ফরিদপুর উপজেলাঃ</u>

<u>আয়তন :</u> ১৩৮.৩৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°০৫´ থেকে ২৪°১৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২২´ থেকে ৮৯°৩২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে উল্লাপাড়া ও ভাঙ্গুরা উপজেলা, দক্ষিণে আটঘরিয়া ও সাঁথিয়া উপজেলা, পূর্বে শাহজাদপুর উপজেলা, পশ্চিমে ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর উপজেলা।

<u>জনসংখ্যা :</u> ১২৩৯১৯; পুরুষ ৬৩৬১৮, মহিলা ৬০৩০১। মুসলিম ১১৮৯৩৫, হিন্দু ৪৯৭৮ এবং অন্যান্য ৬।

<u>জলাশয়:</u> বড়াল, গোহালা, গুমানী ও চিকনাই নদী এবং কেনাই পাথর বিল উল্লেখযোগ্য।

<u>প্রশাসন :</u> ফরিদপুর থানা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা।

উপজেলা								
পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা		ঘনত্ব (প্রতি বর্গ	শিক্ষার হার (%)	
				শহর	গ্রাম		শহর	গ্রাম

১	৬	৫৯	৮৪	২৩০৭১	১০০৮৪৮	৮৯৬	৪৭.৯	৪৬.৯

উপজেলা শহর				
আয়তন (বর্গ কিমি)	মৌজা	লোকসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	শিক্ষার হার (%)
৯.৫১	২	১০৪২০	১০৬৯	৩৭.০

সূত্র:আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ : ফরিদপুর জমিদার বাড়ি, চিথুলিয়ায় ঠাকুর শম্ভুচাঁদের মন্দির, ফরিদপুর থানাপাড়া জামে মসজিদ, নেসরাপাড়া মঠ, ঠাকুরবাড়িয়া মন্দির।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : উপজেলায় তপস্বী শম্ভুচাঁদ মল্ল (১৭৮৯-১৮৭২) গুরু সত্য ধর্ম প্রচার করেন। ১৮৭২ সালে প্রজা বিদ্রোহ সংগঠনে স্থানীয় নাগডেমরা গ্রামের দুই ভ্রাতা বাজু সরকার ও ছালু সরকার নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ২২ মে এ উপজেলার হাদল গ্রামে পাকসেনারা ১৫৬ জন নিরীহ লোককে হত্যা ও নারী নির্যাতন করে। এছাড়া তারা ৭০ টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। ৩০ বৈশাখ ডেমরা গ্রামে পাকসেনা ও রাজাকাররা নির্বিচারে গুলি করে প্রায় আট শতাধিক নিরীহ লোককে হত্যা করে এবং মসজিদ, মন্দির, স্কুল-মাদ্রাসা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় ও নারী নির্যাতন চালায়। ৪ ভাদ্র গোপালপুর গ্রামে পাকসেনারা সাতশত গ্রামবাসিকে আটক ও ২৬ জনকে হত্যা করে এবং ব্যাপক লুটপাট ও নারী নির্যাতন চালায়। ২৭ রমজান পাকসেনারা মাজাট গ্রামের ৮ জন এবং রতনপুর গ্রামের ৩ জন নিরীহ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন : বধ্যভূমি ২ (কালিকাপুর ও ডেমরা)।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : মসজিদ ১৫০, মন্দির ২৫, মঠ ১, মাযার ১, তীর্থস্থান ১। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: পার ফরিদপুর মসজিদ, চিথুলিয়ায় হযরত শাহ ফরিদের (রঃ) মাযার, চিথুলিয়ায় ঠাকুর শম্ভুচাঁদ আশ্রম।

জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস : কৃষি ৬৯.৩০%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৯%, শিল্প ৪.৯১%, ব্যবসা ১১.২৩%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ২.৩৩%, চাকরি ৫.১৪%, নির্মাণ ০.৬৭%, ধর্মীয় সেবা ০.০৮%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.৩১% এবং অন্যান্য ৩.৫৪%।

আপনারা জানেন পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলা চলনবিল বেষ্টিত একটি অবহেলিত এলাকা। এখানে ভুমি নিচু ,কৃষিকাজ ও মৎস্যচাষ ব্যতীত অন্যকোন কর্ম এলাকাতে নাই। যেহেতু বেশির ভাগ মানুষ কৃষির সহিত জরিত । বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাহাজাদপুর বসবাসের সুবাদে বৃহত্তর পাবনা ও সিরাজগঞ্জ বাঘাবাড়ীর বিস্তৃর্ন এলাকা কাজে লাগানোর জন্য গবাদি পশু পালনের জন্য গো-চারন ভুমি গড়ে তোলেন সে কারনে এখানে কুষি ভিত্তিক গোবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,সরকার গঠন করলে এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ১৯৭৩ সালে বাঘাবাড়ি এলাকায় মিল্ক ভিটা স্থাপন করেন । দেশের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পুরন কল্পে মিল্ক ভিটা কাযক্রম শুরু করলে মিল্ক ভিটায় দুগ্ধ সরবরাহের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধিন কিছু দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে এবং সুনামের সহিত ইহার কাযক্রম পরিচালিত হয়।

পেশাগত কারনে এই উপজেলায় গড়ে উঠেছে অনেক দুগ্ধ ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। ফরিদপুর উপজেলায় দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদনে জেলায় প্রথম ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কর্তৃক মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরনে জেলায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তারা নিজেদের শেয়ার ও

সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে নিজেদের স্বাবলম্বীকরে গড়ে তুলছে। এছাড়াও সঞ্চয় ও ঋনদান, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবি, বহুমুখী, যুব ও কিছু প্রকল্পভুক্ত সমবায় সমিতি এই উপজেলায় তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপজেলা সমবায় দপ্তর, ফরিদপুর, পাবনার আওতাধীন নিবন্ধিত সকল সমবায় সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও আইনগতভাবে পরিচালনার জন্য অডিট, পরিদর্শন, তদারকি, প্রশিক্ষনসহ সরকার প্রদত্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

(তথ্য সুত্রঃ বিবিএস, তথ্য বাতায়ন ও উইকিপিডিয়া ও *এনজিও* ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, কেয়ার।)

জনবল কাঠামোঃ

কায়সার মোঃ রুহুল আমিন উপজেলা সমবায় অফিসার ফরিদুর, পাবনা। মোবাইলঃ ০১৭১৭-০০৩০২১ ই-মেইল- uco_faridpur@yahoo.com	

মোঃ আব্দুল হালিম সহকারী পরিদর্শক উপজেলা সমবায় কার্যালয় ফরিদপুর, পাবনা। মোবাইলঃ ০১৭২৪-৩৯৬৪৭৫ ই-মেইল-**halim15121980@gmail.com**	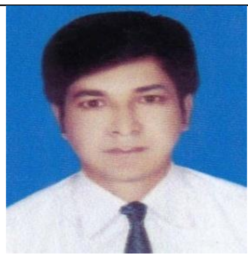

মোঃ আলহাজ আলী সহকারী পরিদর্শক উপজেলা সমবায় কার্যালয় ফরিদপুর, পাবনা। মোবাইলঃ ০১৭১৪-৬০৭৫৭০ ই-মেইল- alhazaliullapara@gmail.com	

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	শুন্য

মোঃ সাহানুর রহমান অফিস সহায়ক উপজেলা সমবায় কার্যালয় ফরিদপুর, পাবনা। মোবাইলঃ-০১৭৪৪-১৬২৮৩২ shahanur.pabna@gmail.com	

c‡`i bvg	Aby‡gvw`Z c‡`i msL¨v	eZ©gvb Kg©iZ c‡`i msL¨v			gšÍe¨
		cyiæl	gwnjv	‡gvU	
1	2	3	4	5	6
Dc‡Rjv mgevq Awdmvi	1	1	0	1	0
mnKvix cwi`k©K	2	2	0	2	0
Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUi Acv‡iUi	1	0	0	0	0
Awdm mnvqK	1	1	0	1	0